প্রথম আলো
14 FEB 2017

ঢাকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয়

উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তদন্ত চাইলেন শিক্ষকনেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

ঢাকায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি নিবাসের জন্য কেনা জমির দাম নিয়ে বিভ্রান্তির বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিরা গত রোববার উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টির স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেন। উপাচার্য এ নিয়ে ক্রয় কমিটির সঙ্গে বসার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের স্টিয়ারিং কমিটির ১০ জন প্রতিনিধি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি নিবাসের জন্য ঢাকায় কেনা জমির দাম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। জমির দলিল মূল্য, সিন্ডিকেটে অনুমোদিত চুক্তিপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় জমির তিন রকম দাম পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে উপাচার্যের কাছে জবাব চেয়েছেন শিক্ষকনেতারা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপাচার্য বিষয়টি নিয়ে ক্রয় কমিটির সঙ্গে বসার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং কাল ১৫ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে বসার দিন ঠিক হয়েছে।

প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গত শনিবার রবীন্দ্র ভবনের ২৪৫ নম্বর কক্ষে তাঁরা বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ১৬ জন শিক্ষক বক্তব্য দেন। তবে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি' বৈঠকের আলোচ্যসূচি থাকলেও সিংহভাগ শিক্ষকের বক্তব্যে ঢাকায় কেনা জমির দামের বিষয়টি উঠে আসে। তাঁরা দুদকের মাধ্যমে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, তাঁদের (শিক্ষকনেতারা) কিছু জানার বাকি আছে, বিষয়গুলো পরিষ্কার করার জন্য ক্রয় কমিটির সঙ্গে বসার কথা হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি *প্রথম আলোতে* 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : জমি কেনা নিয়ে নয়ছয়, দলিলে দাম সাড়ে তিন কোটি টাকা, সিন্ডিকেটে অনুমোদন ১১ কোটি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।